আল্লাহ পাকের পরিচয়

জুমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

07 - November - 2025

মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা এবং দাওয়াতে ইসলামীর "মসজিদের ইমাম" বিভাগ কর্তৃক পরিচলিত মাসজিদ সমূহের জন্য
৭ নভেম্বর ২০২৫ ইং (সম্ভাব্য ইসলামী তারিখ: ১৫ জুমাদিউল উলা শরীফ ১৪৪৭ হিজরী) এর পবিত্র জুমার

কুরআনী বয়ান

(পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮)

আল্লাহ পাকের পরিচয়

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ★... আল্লাহ পাকের মা'রিফাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয
- ★... যখন গাভী ভয় পেয়ে পালিয়েছিল (ঘটনা)
- ★... কুফরে খফি এবং এর লক্ষণসমূহ
- ★... বান্দা হওয়া কাকে বলে?

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দুরুদ শরীফের ফযীলত ৩
আল্লাহ পাকের মা'রিফাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ৫
তোমার দোয়ায় পাহাড় স্থান ছেড়ে দেবে ৬
পাহাড় বিস্তৃত হতে লাগলো ৬
মা'রিফাত কিভাবে লাভ হয়...? ৭
গরু যখন ভয়ে পালিয়ে গেল ৮
আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ পাওয়ার উপায় ৮
আয়াতে কারীমার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ১০
মানুষের প্রথম অবস্থা ১০
মানুষের দ্বিতীয় অবস্থা ১২
লবণাক্ততা, তিক্ততা, উষ্ণতা এবং মিষ্টতা ১৪
মানুষের তৃতীয় অবস্থা ১৫
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে ১৬
মৃত্যুর পরের জীবন ১৮
কুফরে খফি এবং এর লক্ষণসমূহ ১৯
বান্দা হওয়া কাকে বলে? ২১
কালেমা ও দোয়া মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এর পরিচিতি ২২
সঠিক কোনটি? ২৩
আসমাউল হুসনার বরকত (ওযীফা) ২৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দুরুদ শরীফের ফযীলত

সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, যখন সে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হবে, তখন আল্লাহ পাক তার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন, তার উচিত আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা। (আল ক্বওলুল বদী, পৃ: ১২৮)

نبی کی شان میں ہو جس قدر دُرُود پڑھو
مُحِبّو پاؤ گے جنت میں گھر دُرُود پڑھو
رہو گے حفظِ الٰہی میں رات دن محفوظ
رسولِ پاک پہ شام و سحر دُرُود پڑھو

নবী কি শান মে হো জিস কদর দুরুদ পড়ো
মুহিব্বো পাওগে জান্নাত মে ঘর দুরুদ পড়ো
রহো গে হিফজ-এ-ইলাহি মে রাত দিন মাহফুয
রাসূল-এ-পাক পে শাম ও সাহার দুরুদ পড়ো

(নূরে ঈমান, ৫৬ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْم অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۸﴾

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمِ وَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমরা কীভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারো? অথচ তোমরা মৃত ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। পুনরায় তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন, আবার তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

(পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব আছে, আল্লাহ পাক এক, তাঁর কোন শরীক নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকের মা'রিফাত (অর্থাৎ পরিচয়) এর অনেক ধরনের প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রমাণগুলোর একটি প্রকার হল **دلائلِ انفُس** (নিজের ভেতরের প্রমাণ), অর্থাৎ মানুষের সত্তা, তার অস্তিত্ব, তার চলমান শ্বাস-প্রশ্বাস, তার অসাধারণ সৃষ্টি, তার শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি। মানুষের প্রতিটি অবস্থা নিজেই আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের প্রমাণ। আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের এমন প্রমাণ যা মানুষের সত্তার মধ্যে পাওয়া যায়, তাকে **دلائلِ انفُس** বলা হয়। **(তাফসীরে কবীর, পারা: ২৪, সূরা মু'মিন, আয়াতের পাদটীকা: ৬৭, খন্ড: ৯, পৃ: ৫৩০ সারসংক্ষেপ)** আমরা এইমাত্র পারা: ১, সূরা বাকারার ২৭ নম্বর আয়াত শোনার সৌভাগ্য অর্জন

করেছি। এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ পাকের মা'রিফাত সংক্রান্ত কিছু دلائِلِ اَنْفُس বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে মা'রিফাত সংক্রান্ত কিছু কথা শুনে নিন! তারপর আমরা, اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم! আয়াতে কারীমার অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা শুনব।

আল্লাহ পাকের মা'রিফাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয

প্রথমত, এই কথাটি মনে গেঁথে নিন যে, একজন মানুষের উপর সবচেয়ে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয হলো আল্লাহ পাকের মা'রিফাত। বরং সত্য কথা হলো, আমাদের দুনিয়াতে আসার একটি মৌলিক উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ পাকের মা'রিফাত (অর্থাৎ পরিচয়)। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আমি জিন ও মানুষকে এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।

এই আয়াতে কারীমার তাফসীরে ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এই আয়াতে ইবাদত দ্বারা মা'রিফাত উদ্দেশ্য। **(তাফসীরে বাগভী, পারা: ২৭, সূরা: যারিয়াত, আয়াতের পাদটীকা: ৫৬, পৃ: ২৩৫)** অর্থাৎ আয়াতের অর্থ হবে যে, আমি জিন ও ইনসানকে এজন্যই সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আমার মা'রিফাত অর্জন করতে পারে। একটি হাদিসে কুদসীতে, যা বড় বড় আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام উল্লেখ করেছেন এবং তা থেকে অনেক মাসায়েল বের করেছেন, আল্লাহ পাক বলেন: كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا (আমি একটি লুকানো ধন ছিলাম), فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاُعْرَفَ (অতঃপর আমি পছন্দ করলাম যে

আমাকে চেনা হোক, সুতরাং আমি মাখলুক সৃষ্টি করলাম যাতে আমাকে চেনা যায়)। **(কাশফুল খফায়ি, হারফুল কাফী, খন্ড: ২, পৃ: ১২১, ক্রমিক নং: ২০১৪)**

প্রতীয়মান হল; আমাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে এজন্য যাতে আমরা আল্লাহ পাকের পরিচয় জানতে পারি।

তোমার দোয়ায় পাহাড় স্থান ছেড়ে দেবে

হাদিস শরীফে রয়েছে: আমার এবং আপনার আক্বা, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: যদি তোমরা আল্লাহ পাকের এমন মা'রিফাত (পরিচয়) অর্জন করো, যেমনটি তাঁর মা'রিফাতের হক, তাহলে অবশ্যই তোমরা সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে পারবে এবং তোমাদের দোয়ায় পাহাড় নিজ স্থান থেকে সরে যাবে। **(মুসনদ ফেরদৌস, খন্ড: ৩, পৃ: ৩৭০, ক্রমিক নং: ৫১২৩)**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! এটাই হলো মারিফাতে ইলাহীর আযমত...!! যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সঠিক পরিচয় লাভ করতে পারে, সে অনেক উঁচু মর্যাদা অর্জন করে। তার দোয়ায় এত প্রভাব আসে যে, সে দোয়া করলে পাহাড় নিজ স্থান থেকে সরে যায়।

পাহাড় বিস্তৃত হতে লাগলো

হযরত ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন অনেক বড় ওলীউল্লাহ ছিলেন। তাওবার আগে তিনি একজন বিখ্যাত ডাকাত ছিলেন। তারপর তাঁর উপর দয়া হলো, তিনি তাওবা করলেন এবং নেক কাজে মশগুল হলেন। তাঁর উপর আল্লাহ পাকের অনেক অনুগ্রহ ছিল, তাঁকে অনেক উচ্চ মাকাম দান করা হলো। তিনি একবার মিনা শরীফে একটি পাহাড়ে বিদ্যমান ছিলেন।

তিনি বললেন: যদি কোনো ওলীউল্লাহ এই পাহাড়কে আদেশ দেন যে, হে পাহাড়! লম্বা হয়ে যাও। তাহলে পাহাড় সাথে সাথেই লম্বা হতে শুরু করবে। এই কথা বলার সাথে সাথে পাহাড় লম্বা হতে শুরু করলো। তিনি বললেন: হে পাহাড়! থেমে যাও...!! আমি তোমাকে আদেশ দেইনি। এই কথা শুনেই পাহাড় স্থির হয়ে গেল। **(রিসালাহ কুশাইরিয়া, বাবু কারামাতুল আউলিয়া, ৩৯৬ পৃ:)** এটাই মা'রিফাতের মর্যাদা...!! যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ করে, সে এমন বড় মকামে পৌঁছে যায়।

মা'রিফাত কিভাবে লাভ হয়...?

এখন একটি মৌলিক প্রশ্ন হল: আল্লাহ পাকের মারিফত (অর্থাৎ পরিচয়) কীভাবে লাভ করা যায়? হযরত দাতা গঞ্জ বখশ আলী হাজভেরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পরিশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আল্লাহ পাকের মারিফত (অর্থাৎ পরিচয়) জ্ঞান দ্বারাও অর্জিত হয় না, বুদ্ধি দ্বারাও নয়। আল্লাহ পাকের মারিফত শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের অনুগ্রহেই লাভ করা যায়। যার উপর আল্লাহ পাক দয়া করেন, সে এই মারিফত লাভ করে।

এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ এসেছে যারা নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহ পাককে চিনতে চেয়েছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। কেউ নিজের জ্ঞান দিয়ে আল্লাহ পাককে চিনতে চেয়েছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। ফলস্বরূপ, কেউ চাঁদকে খোদা মেনেছে, কেউ সূর্যের পূজা শুরু করেছে এবং কেউ গাছকে নিজের রব মানতে শুরু করেছে। সারকথা, আল্লাহ পাকের পরিচয় বুদ্ধি দ্বারাও অর্জিত হয় না, জ্ঞান দ্বারাও নয়। এই পরিচয় যে লাভ করে, তা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহেই লাভ করে। যখন বান্দার উপর আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ

হয়, তখন তার বুদ্ধিও আলোকিত হয় এবং তার হৃদয়ে মারিফতের নূর প্রবেশ করে। তখন বান্দা মহাবিশ্বের প্রতিটি কণার মধ্যে আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব এবং তাঁর ক্ষমতার নিদর্শন দেখতে পায়।

গরু যখন ভয়ে পালিয়ে গেল

বনী ইসরাঈলে এক ব্যক্তি ছিল যে গরুর পূজা করত। একদিন সে তার গরুকে নিয়ে একটি বাগানে পৌঁছল। গরু যখন ঘাস খাচ্ছিল, তখন হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। মেঘের ভয়ানক গর্জন এবং বিদ্যুতের চমক যখন গরুর কানে পড়ল, তখন গরু ভয়ে পালিয়ে গেল।

এটি সেই সময় ছিল যখন ওই মুশরিকের উপর আল্লাহ পাকের রহমত হয়েছিল; সে চিন্তায় পড়ে গেল যে এই গরু যা মেঘের গর্জন এবং বিদ্যুতের চমকেই ভয় পাচ্ছে, তা কিছুতেই খোদা হতে পারে না। এই ভেবে সে আকাশের দিকে তাকাল এবং 'হে মেঘমালার রব' বলে আল্লাহ পাককে ডাকতে লাগল। তখনই আল্লাহ পাক সেই সময়ের নবীর কাছে ওহী পাঠালেন যে, অমুক ব্যক্তি আছে, তাকে গিয়ে কালেমা পড়ান এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো শিখিয়ে দিন! এটিই হলো আল্লাহ পাকের রহমত...!! যখন তা হয়, তখনই মারিফত (পরিচয়) লাভ হয়।

আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ পাওয়ার উপায়

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কীভাবে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ লাভ করতে পারি? হযরত দাতা গঞ্জ বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই প্রশ্নের

উত্তরে বলেন: যখন বান্দা নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয়, তখন সে মারিফত লাভ করে এবং একে মারিফতে হাল বলা হয়।

এর অর্থ হলো, যখন বান্দা নিজের 'আমিত্ব' কে শেষ করে দেয়, তখনই সে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ লাভ করে। যখন অনুগ্রহ লাভ হয়, তখন সে আল্লাহ পাকের মারিফত লাভ করে।

আলোচনার সারমর্ম হলো এই যে, আল্লাহ পাক আছেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। এই কথার প্রমাণ আমাদের ৫-৬ ফুট উচ্চতার অস্তিত্বের মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু যতক্ষণ আমাদের মধ্যে 'আমিত্ব', অহংকার, আত্মম্ভরিতা এবং আত্মতৃপ্তি বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ আমরা সেই প্রমাণগুলো দেখতে পারব না, সেই প্রমাণগুলো বুঝতে পারব না। তাই আবশ্যক যে আমরা আমাদের অহংকার ও আত্মতৃপ্তিকে দূর করি। اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم! তখন মহাবিশ্বের প্রতিটি কণা থেকে আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন দেখতে পাবো।

مٹ جائے یہ خُودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں
دردا میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں

মিট যায়ে ইয়ে খুদী তো ওহ জলওয়া কাহাঁ নেহীঁ
দরদা মে আপ আপনি নযর কা হিজাব হুঁ

অর্থাৎ, যদি আমার 'আমিত্ব', আমার অহংকার এবং আত্ম-প্রেম বিলীন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ পাকের জ্যোতি সর্বত্র দেখা যাবে। কিন্তু আফসোস! আমি নিজেই আমার দৃষ্টির পর্দা।

আয়াতে কারীমার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

এগুলো ছিল মা'রিফত (আল্লাহর পরিচয়) সংক্রান্ত কিছু কথা। এখন আসুন! আমরা আয়াতে কারীমার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শুনি। আল্লাহ পাক বলেছেন:

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমরা কীভাবে আল্লাহর অস্বীকারকারী হতে পারো?

এটি একটি বিস্ময়কর প্রশ্ন: অর্থাৎ, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে যে, কত আশ্চর্যের ব্যাপার, তোমরা আল্লাহকে কীভাবে অস্বীকার করতে পারো? অথচ

وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْیَاكُمْۚ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ ثُمَّ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۸﴾

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ২৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অথচ তোমরা মৃত ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। পুনরায় তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন, আবার তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

এগুলো মানুষের ৫টি অবস্থার বর্ণনা, যার প্রতিটি অবস্থা আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ।

মানুষের প্রথম অবস্থা

বলা হয়েছে:

وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অথচ তোমরা মৃত ছিলে।

এটি আমাদের প্রথম অবস্থা। একটা সময় ছিল যখন আমরা কিছুই ছিলাম না।

هَلۡ اَتٰی عَلَی الۡاِنۡسَانِ حِیۡنٌ مِّنَ الدَّهۡرِ لَمۡ یَکُنۡ شَیۡـًٔا مَّذۡکُوۡرًا ﴿۱﴾

(পারা ২৯, সূরা দাহর, আয়াত ১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয়ই মানুষের উপর এমন একটি সময় এসেছিল, কোথাও তার নাম পর্যন্ত ছিল না।

এটি এক প্রকার আমাদের অহংকারের ছেদ, আমাদের আমিত্ব, আমাদের 'আমি' এর ছেদ, আমাদেরকে এই অনুভূতি দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা কীভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারো? সেই সর্বশক্তিমান ও চিরঞ্জীবের মোকাবেলায় নিজেদেরকে কীভাবে দাঁড় করাতে পারো? তাঁর আদেশের বিপরীতে নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে কীভাবে অগ্রাধিকার দিতে পারো? অথচ তোমরা কিছুই ছিলে না, উল্লেখ করার মতো কোনো জিনিসই ছিলে না। তোমাদের এই প্রথম অবস্থা নিয়ে তো চিন্তা করো! কারো চিন্তায় তোমার কল্পনাও ছিল না, একজন আছেন, যিনি তোমাকে অস্তিত্ব দিয়েছেন, এখন কি তোমার জন্য এটা শোভা পায় যে, তুমি অহংকার করবে! তোমার শক্তি, তোমার ক্ষমতা, তোমার বুদ্ধি, তোমার জ্ঞানের উপর ভরসা করে আল্লাহ পাকের ক্ষমতাকে অস্বীকার করা শুরু করবে! তোমার কি এই যোগ্যতা আছে যে, আল্লাহ পাকের আদেশ ও বাণীকে তোমার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে বসবে...!! না...!! না। তুমি কিছুই ছিলে না, তিনি তোমাকে অনেক কিছু বানিয়েছেন। অতএব, তাঁর সামনে তোমার মাথা নত করে বিনয় ও নম্রতার প্রতীক হয়ে হৃদয়ের গভীর থেকে ডাকো! سُبۡحٰنَ رَبِّیَ الۡاَعۡلٰی পবিত্র আমার মহান রব...!!

মানুষের দ্বিতীয় অবস্থা

এটি প্রথম অবস্থা ছিল, এখন দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে, ইরশাদ হচ্ছে:

فَاَحْيَاكُمْ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন।

এগুলোই হলো আল্লাহ পাকের শান...!! তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনি তোমাদেরকে সজীব বানিয়েছেন, এক ফোঁটা পানিকে জীবিত, জাগ্রত, বুদ্ধি ও আকৃতি সম্পন্ন, শক্তি ও ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ বানিয়েছেন এবং কেমন করে বানিয়েছেন?

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْۤ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ﴿۴﴾

(পারা ৩০, সূরা ত্বীন, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।

একজন পাঞ্জাবি কবি, আল্লাহ পাকের প্রশংসা এক অসাধারণ ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। বরং এভাবে বলা যায় যে, আমরা যারা আমাদের সৌন্দর্য, যৌবন, শক্তি ও ক্ষমতার উপর গর্ব করি, কবি আমাদেরকে একটি অনুভূতি দিয়েছেন, তিনি লিখেছেন:

نک جے متھے اُتے ہوندا | کن جے دھون دے پچھے ہوندے
اَکھاں ہندیاں موڈے اُتے | وکھی وچ اِک پوچھل ہوندی
گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی | پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا

بندہ کداں کوجا ہوندا

নাক যে মাত্তেহে উত্তে হুন্দা কান যে ধৌন দে পিছে হুন্দে
আঁখিয়াঁ হুন্দিয়াঁ মওঢে উত্তে ওয়াকখী বিচ ইক পুচ্ছাল হুন্দী
গওডে দেই থাঁ পসলী হুন্দী পসলী দি থাঁ গওডা হুন্দা
বান্দা কিড্ডা কোওজা হুন্দা

صدقے جایئے سوہنے رَبّ دے جس نے خاص کرم فرمایا
مٹّی دے اس باوے تائیں کِڈّا صُورت مند بنایا

সদকে যায়ে সোহনে রব দেয় জিসনে খাস করম ফরমায়া
মিট্টী দেয় ইস বাবে তায়ে কিড্ডা সূরত মন্দ বানায়া

ব্যাখ্যা: একটি চিন্তার বিষয় হলো, আল্লাহ পাক যেমন চান তেমন আকৃতি দেন। এটা তাঁর শান:

هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ كَیْفَ یَشَآءُؕ

(পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তিনিই সেই সত্তা যিনি গর্ভাশয়ে যেমন চান তোমাদের আকৃতি দেন।

কবি বলছেন: যদি আমাদের নাক আমাদের কপালে থাকত, আমাদের কান ঘাড়ের পেছনে থাকত, চোখ কাঁধে থাকত, পাঁজরের জায়গায় হাঁটু এবং হাঁটুর জায়গায় পাঁজর থাকত, তাহলে একটু কল্পনা করুন, আমাদের কত কদাকার দেখাত! এমন অবস্থায় কি কেউ আপত্তি করতে পারত? এমন অবস্থায় কি কেউ নিজের এই আকৃতি পরিবর্তন করতে পারত? না, কখনোই না...!! যদি আমাদের এমন আকৃতি দেওয়া হতো, তাহলে আমাদের তা নিয়েই থাকতে হতো। কিন্তু কুরবান যাই! আল্লাহ পাক কতই না দয়া করেছেন, মাটির এই বান্দাকে কত সুন্দর ও

রূপবান বানিয়েছেন। চোখ দেখুন কেমন সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে, কান কেমন কারিগরি দিয়ে লাগানো হয়েছে, নিজের হাত দেখুন! মাথা দেখুন, নাক দেখুন! এই হলো আমাদের সেই আকৃতি যাকে আয়নায় দেখে মানুষ নিজেদের উপর গর্ব অনুভব করে। এই আকৃতি কে দান করেছেন? বলতে হবে:

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ﴿۱۴﴾

(পারা ১৮, সূরা মুমিনুন, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর, মহান বরকতপূর্ণ সেই আল্লাহ যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা।

লবণাক্ততা, তিক্ততা, উষ্ণতা এবং মিষ্টতা

একবার ইমামে আযম আবু হানিফা নোমান বিন সাবেত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে হাযির হলেন। ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "হে নোমান! তুমি কি চোখের লবণাক্ততা, কানের তিক্ততা, নাকের উষ্ণতা এবং ঠোঁটের মিষ্টতা সম্পর্কে কিছু জানো?" তিনি বললেন: "না।" ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "আমার দাদা থেকে বর্ণিত, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: আল্লাহ পাক তাঁর অনুগ্রহ ও ইহসান দ্বারা ইবনে আদমের চোখে লবণাক্ততা রেখেছেন। কারণ চোখ চর্বি দ্বারা গঠিত, যদি এতে লবণাক্ততা না থাকত তবে তা গলে যেত। আল্লাহ পাক ইবনে আদমের কানে তিক্ততা রেখেছেন, যদি এমন না হতো তাহলে পোকামাকড় কানের ভিতরে চলে যেত এবং মস্তিষ্কে পৌঁছে ক্ষতি করত। একইভাবে, আল্লাহ পাক ইবনে আদমের নাকে উষ্ণতা রেখেছেন, যার মাধ্যমে সে গন্ধ শুকতে পারে। যদি এমন না হতো তাহলে মস্তিষ্ক দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যেত। আল্লাহ পাক ইবনে আদমের প্রতি মেহেরবানী ও অনুগ্রহ করে তার ঠোঁটে মিষ্টতা রেখেছেন, যার মাধ্যমে সে প্রতিটি

জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করে এবং মানুষ তার কথার মাধুর্য থেকে আনন্দ লাভ করে।" **(হিলয়াতুল আউলিয়া, জা'ফর বিন মুহাম্মদ সাদিক, খন্ড: ৩, পৃ: ২২৯, ক্রমিক নং: ৩৭৯৭ সারসংক্ষেপ)**

سُبْحَانَ الله! আমার মহিমান্বিত রব্বে কারীমের কী শান...!! অনুমান করুন! মানুষের সৃষ্টিতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কেমন নিখুঁত কারিগরী দিয়ে একটি প্রাণহীন জিনিসকে জীবন্ত, চলমান, বুদ্ধিমান মানুষে পরিণত করা হয়েছে। তাহলে আমরা কেন সেই প্রতিপালকের ক্ষমতা ও মহত্ত্ব স্বীকার করে তাঁর সামনে মাথা নত করব না? নিঃসন্দেহে তিনিই এক ও অদ্বিতীয় রব, তিনি লা-শারিক অর্থাৎ তাঁর রাজত্বে কোনো সমকক্ষ নেই, তিনিই ইবাদতের যোগ্য, তিনিই সেই সত্তা যার সামনে মাথা নত করা এবং سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی বলা মানুষের জন্য শোভনীয়।

মানুষের তৃতীয় অবস্থা

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন:

ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন।"

এটি মানুষের তৃতীয় অবস্থা; মানুষ প্রথমে কিছুই ছিল না, উল্লেখ করার মতো কোনো জিনিসই ছিল না, তারপর আল্লাহ পাক তাকে জীবিত করলেন। এই জীবনের পর আবার এমন একটি সময় আসে যখন মানুষ এই দুনিয়াতে থাকে না অর্থাৎ তার উপর মৃত্যু আসে। এটিও আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের প্রমাণ, মৃত্যু অহংকারীদের অহংকার ভেঙে দেয়, ক্ষমতাধরদের ক্ষমতাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়, বাদশাহদের সিংহাসন উল্টে দেয়। হাজারো দক্ষতা, বৈজ্ঞানিক উন্নতি কিছুই মৃত্যুকে আটকাতে

পারে না। শেষ পর্যন্ত কী কারণ যে মানুষ বেঁচে থাকতে চায় কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই মৃত্যুর থাবা থেকে বাঁচতে পারেনি? এর দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, কেউ একজন তো আছেন, যে সৃষ্টিজগতের এই ধারা পরিচালনা করছেন, তিনিই খোদা।

মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে

ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার রোম দেশে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন; জঙ্গলে এক জায়গায় উন্নত মানের রেশমী কাপড়ের একটি সুন্দর তাঁবু তৈরি করা হয়েছে এবং তাঁবুর চারপাশে অস্ত্র হাতে সৈনিকরা দাঁড়িয়ে আছে। এই সৈনিকরা নিজেদের ভাষায় কিছু বলল এবং চলে গেল। তারপর দেশের বড় বড় ওলামা ও মাশায়েখ এলেন, তারাও তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে কিছু বললেন এবং চলে গেলেন। তারপর দেশের বড় বড় হাকিম ও চিকিৎসক সেখানে পৌঁছলেন, তারাও তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে কিছু বললেন, তারপর চলে গেলেন। তারপর বাদশাহ ও মন্ত্রী এলেন, তারাও কিছুক্ষণ তাঁবুর পাশে থামলেন, কিছু বললেন এবং চলে গেলেন। ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এটি দেখে আমি খুব অবাক হলাম। আমি কাউকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কী ব্যাপার? তখন উত্তরদাতা জানালেন: বাদশাহর একজন সুন্দর, যুবক ছেলে ছিল, সে ইন্তেকাল করেছে, তাকে এই তাঁবুতে দাফন করা হয়েছে। প্রতি বছর যখন তার ইন্তেকালের দিন আসে তখন সবাই একইভাবে এখানে একত্রিত হয়। প্রথমে সৈনিকরা তাঁবুর কাছে এসে বলে: হে বাদশাহর পুত্র! যদি যুদ্ধের মাধ্যমে মৃত্যুকে ঠেকানো যেত তাহলে আমরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতাম। তারপর

ওলামারা এসে বলেন: হে বাদশাহর পুত্র! যদি জ্ঞানের মাধ্যমে মৃত্যুকে আটকানো যেত তাহলে আমরা অবশ্যই আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতাম। তারপর চিকিৎসকরা এসে বলেন: হে বাদশাহর পুত্র! যদি মৃত্যুর কোনো চিকিৎসা সম্ভব হতো তাহলে আমরা অবশ্যই আপনার চিকিৎসা করতাম। সবশেষে বাদশাহ ও মন্ত্রী এসে বলেন: পুত্র! আমরা তোমাকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু মৃত্যুকে কে ঠেকাতে পারে? এখন আগামী বছর পর্যন্ত তোমার উপর আমাদের সালাম।

ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন এই কথা শুনলেন, তখন তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন যে, এখন থেকে জীবনে আর কোনদিন হাসবেন না এবং যতদিন দুনিয়াতে আছেন আখিরাতের চিন্তাতেই মশগুল থাকবেন।

(তাযকিরাতুল আউলিয়, ১৭ পৃ:)

وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی
بس اب اپنے اس جہل سے تُو نکل بھی

جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی
یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی

جگہ جی لگانے کی دُنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

ওহ হে আইশ ও ইশরত কা কুয়ী মহল ভী
জাহাঁ তাক মে হার ঘড়ি হো আজল ভী
ব্যস আব আপনে উস জাহল ছে তু নিকাল ভী
ইয়ে জিনে কা আন্দায আপনা বদল ভী
জাগাহ জ্বী লাগানে কী দুনিয়া নেহী হ্যা
ইয়ে ইবরত কী জা হ্যা তামাশা নেহী হ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হলো মৃত্যু...!! এই দুনিয়াতে কারো চিরকাল জীবিত থাকতে না পারাটা এই কথার প্রমাণ যে আল্লাহ পাক আছেন, তিনি লা-শরীক, অতএব আমাদের সবার জন্য আবশ্যক যে আমরা তাঁর পরিচয় অর্জন করি এবং তাঁর সামনে মাথা নত করে বলি: سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی পবিত্র আমার মহান রব!

মৃত্যুর পরের জীবন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা এই দুনিয়াতেই আল্লাহ পাকের পরিচয় অর্জন করে তাঁর ইবাদতে মশগুল হয়ে যাই, এতেই আমাদের কল্যাণ রয়েছে। যদি আমরা তা না করি তবে মনে রাখবেন! মৃত্যুর সাথেই সব শেষ হয়ে যাবে না, বরং

ثُمَّ یُحْیِیْكُمْ ثُمَّ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ﴿۲۸﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "তারপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন, তারপর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।"

আমাদেরকে আবার জীবিত করা হবে, তারপর আল্লাহ পাকের সামনে উপস্থিত হতে হবে, আল্লাহ পাকের দরবারে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। অতএব, এটাই উত্তম যে আমরা আজই বুঝে যাই, সতর্ক হয়ে যাই, আল্লাহ পাকের পরিচয় অর্জন করি এবং আল্লাহ পাকের ইবাদতে, তাঁর সন্তুষ্টির কাজে জীবন কাটাতে শুরু করি।

কুফরে খফি এবং এর লক্ষণসমূহ

হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন জাগছে যে, আমরা তো اَلْحَمْدُ لِلّٰه! মুসলমান, আল্লাহ পাককে মানি, لَا اِلٰهَ اِلَّا الله এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, অতএব আমরা তো আল্লাহ পাকের পরিচয় অর্জন করেছি। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই; নিঃসন্দেহে আমরা মুসলমান, আমরা আল্লাহ পাককে মানি, কালেমা পড়ি, কিন্তু আমাদেরকে ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যা বলেছেন সেদিকেও মনোযোগ দিতে হবে। তিনি লিখেছেন: কুফরের একটি প্রকার হলো যা প্রকাশ্য (অর্থাৎ যার কারণে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়, যেমন আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব অস্বীকার করা, নবীদের অস্বীকার করা, আসমানী কিতাব বা কিয়ামত ইত্যাদি অস্বীকার করা)। এছাড়াও কুফরের আরেকটি প্রকার আছে, যাকে কুফরে খফি বলা হয়। (এর অর্থ হলো, ব্যক্তি মুসলমান, কালেমাও পড়ে, আল্লাহ পাকের উপর, তাঁর রাসূলদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে কিন্তু তার চরিত্র কাফিরদের মতো।) এর উদাহরণ দিতে গিয়ে ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেক সেই বান্দা যে আল্লাহ পাক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, শুধুমাত্র দুনিয়ার হয়ে থাকে, দুনিয়াতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাতেই প্রশান্ত থাকে, সেও কাফির (অর্থাৎ সে মুসলমান কিন্তু তার এই আচরণ কাফিরদের মতো)। **(ইহয়াউল উলুম, ৪/১৫৯)**

অনুরূপভাবে, পবিত্র কুরআনে এর একটি উদাহরণ এভাবে পাওয়া যায়, আল্লাহ পাক বলেছেন:

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ভালো, দেখতো! ওই ব্যক্তি, যে আপন খেয়াল-খুশিতে আপন

اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ
(পারা ২৫, সূরা জাসিয়া, আয়াত ২৩)

খোদা স্থির করে নিয়েছে এবং আল্লাহ তাকে জ্ঞান-গুণ সহকারেই পথভ্রষ্ট করেছেন।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! হে আশিকানে রাসূল! এখন আমরা চিন্তা করি, আমরা ! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আল্লাহকে তো অস্বীকার করি না, আমরা মুসলমান। কিন্তু একটু ভাবুন! **কুফরে খফি** (অর্থাৎ কাফিরদের মতো চরিত্র) এর কত রূপ আমাদের মধ্যে পাওয়া যায়? ✯ আমাদের সমাজে কি মানুষ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেয় না...? ✯ চার পয়সার জন্য কি মানুষ ফরয নামায ছাড়ে না? ✯ বিয়ে-শাদী ইত্যাদি উপলক্ষে নিজেদের মান-সম্মান রক্ষার নামে কি আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা হয় না? ✯ আমাদের সমাজে কি আল্লাহ পাকের আদেশের তুলনায় নফসের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হয় না? আফসোস! আমাদের সমাজে এমনটিই ঘটে। আফসোস! মানুষ নিজেদের আরামের জন্য ফজরের নামায কাযা করে ফেলে, কয়েক পয়সার জন্য নামাযে অলসতা করে, আল্লাহ পাকের আদেশের তুলনায় নিজেদের প্রবৃত্তিকে অগ্রাধিকার দেয়। কতই না আশ্চর্যের কথা...!! আমরা এমনটা কীভাবে করতে পারি? অথচ আল্লাহ পাক সেই সত্তা, যখন আমরা কিছুই ছিলাম না, তিনি আমাদেরকে জীবন দান করেছেন, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, হাজারো প্রকারের নিয়ামত দান করেছেন। হায়! অচিরেই আমাদেরকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে, কবরে পৌঁছাতে হবে, আল্লাহ পাকের সামনে উপস্থিত হয়ে আমাদের প্রতিটি আমলের হিসাব দিতে হবে...!!

বান্দা হওয়া কাকে বলে?

হে আশিকানে রাসূল! আমরা বান্দা, আমরা এও মানি যে আমরা আল্লাহ পাকের বান্দা, আমাদের আকিদা হলো: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه। আমাদের সঠিক অর্থে বান্দা হওয়ার প্রয়োজন। একবার হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর একজন গোলামের প্রয়োজন হলো। তিনি বাজারে গেলেন, একটি গোলাম কিনলেন এবং ঘরে নিয়ে এলেন। তিনি সেই গোলামকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার নাম কী? গোলাম বলল: যে নামে আপনি ডাকবেন, সেটাই আমার নাম হবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কী খেতে অভ্যস্ত? গোলাম বলল: যা আপনি খাওয়াবেন, তাই খাব। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: কোনো ইচ্ছা থাকলে বলো! গোলাম বলল: যা আপনার ইচ্ছা, সেটাই আমার ইচ্ছা। আমি তো গোলাম আর গোলামের এসব জিনিসের সাথে সম্পর্ক থাকে না। এতে হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চিন্তা করতে লাগলেন: হায় আফসোস! যদি আমিও আল্লাহ পাকের এমন অনুগত হতাম তাহলে কতই না ভালো হতো।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, হযরত ইব্রাহিম আদহাম, ৭৮ পৃ:)

হে আশিকানে রাসূল! একেই বলে বান্দা (অর্থাৎ গোলাম) হওয়া। বান্দা তো সে-ই যার নিজের কোনো কামনা-বাসনা নেই, যার নিজের কোনো পছন্দ নেই। বান্দা সব সময় তার মালিকের ইচ্ছানুযায়ী চলে। তাই আমাদেরও উচিত নিজেদের ইচ্ছায় নয় বরং আল্লাহ পাকের হুকুমে চলা, জীবনের মানদণ্ড নিজেদের কামনা-বাসনা নয় বরং আল্লাহ পাকের নির্দেশাবলিকে, শরীয়তকে, হাদিস শরীফকে, দ্বীনকে বানানো। এতেই

কল্যাণ, এতেই দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতা এবং এটাই আমাদের হকও বটে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

কালেমা ও দোয়া মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দাওয়াতে ইসলামীর আই.টি ডিপার্টমেন্ট একটি অত্যন্ত সুন্দর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে যার নাম হলো: কালেমা ও দোয়া (Kalma & Dua) ✯ এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে খুব সহজ পদ্ধতিতে শিশুদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে ✯ এই অ্যাপ্লিকেশনটিতে শিশুদের জন্য ৬টি কালেমা অডিও আকারে উচ্চারণ ও অনুবাদ সহকারে রয়েছে ✯ দৈনন্দিন জীবনের ১৬টি বিভিন্ন দোয়া যেমন পানি পান করার দোয়া ✯ খাবার খাওয়ার আগে ও পরের দোয়া ✯ দুধ পান করার দোয়া ✯ ঘুমানোর সময়ের দোয়া ইত্যাদি উচ্চারণ ও অনুবাদ সহকারে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সুন্নাত ও আদব ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপনার মোবাইলে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে উপকৃত হোন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সমাপ্তির দিকে এসে আসুন! একটি শরয়ী মাসআলা শুনি:

সঠিক কোনটি?

(সঠিক শরয়ী মাসআলা এবং জনগণের মধ্যে প্রচলিত ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ)

মাসআলা: বসে নামায পড়ার সময় রুকূর সীমা হল এই যে, কপাল হাঁটুর বরাবর এসে যাবে।

ব্যাখ্যা: আমাদের প্রথমত এই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যে, নফল নামাযও দাঁড়িয়ে পড়া উচিত, কারণ এতে বেশি সাওয়াব আছে। তবুও যদি কেউ নফল নামায বসে পড়ে তাহলে তার অনুমতি আছে, এমনিভাবে যদি কোনো অসুস্থ ব্যক্তি শরয়ী অনুমতি নিয়ে বসে নামায পড়ে, এতেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে! বসে নামায পড়ার সময় রুকু করার ক্ষেত্রে অনেক লোক দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তারা বুঝতে পারে না যে রুকুতে কতটা ঝুঁকতে হবে, কেউ খুব সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে রুকু করে ফেলে এবং কেউ এতটাই ঝুঁকে যে সিজদার মতো অবস্থা হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে শরয়ী বিধান হলো এই যে, বসে নামায পড়লে রুকুতে এতটুকু ঝুঁকবে যাতে কপাল হাঁটুর বরাবর আসে, এর চেয়ে বেশি ঝোঁকা মাকরূহ তানযীহী ও অপছন্দনীয় কাজ। সায়্যিদি আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফে এর ব্যাখ্যা করেছেন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/১৫৭)** আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক ইসলামী বিধান শিখার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসমাউল হুসনার বরকত (ওযীফা)

يَا حَكِيْمُ

যে ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর ৮০ বার يَا حَكِيْمُ পড়বে, اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم! সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা, ২৫২ পৃ:)** আল্লাহ পাক আমাদের আমলের তাওফীক দান করুন।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد